যুগান্তর

তারিখ ..2.1.Oct.. 2012...
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ...১......

অধিকার নিশ্চিত করে শিক্ষা : মালালা

■ সাব্বির হাসান

ছবি : গার্ডিয়ান

মালালা ইউসুফজাই। বয়স সবে ১৪। পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকার কিশোরী নারী। কিন্তু এরই মধ্যে হয়ে উঠেছেন বিশ্বের নারীর অধিকার আন্দোলনের সবচেয়ে আলোচিত নাম। এমনকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনও এখন মালালার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তবে মালালা শুয়ে আছেন ব্রিটেনের বার্মিংহামের কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালে। ডাক্তাররা মালালাকে নিবিড় পরিচর্যায় রেখেছেন। তবে মালালা এখন শঙ্কামুক্ত। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। প্রসঙ্গত, ৯ অক্টোবর সহপাঠীদের সঙ্গে বাসে করে বাড়ি ফিরছিল মালালা। আর তখনই তালেবান জঙ্গিদের ছোঁড়া গুলি এসে লাগে মালালার মাথায়। মুহূর্তেই লুটিয়ে পড়ে মালালা। রক্তাক্ত শরীরে মালালাকে নিয়ে যাওয়া হয় পেশোয়ার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে। সেখানে জটিল অপারেশনের পরে মালালার শরীর থেকে গুলি বের করা হয়।

এমন আক্রমণ যে কোনও সময় হতে পারে তা মালালার ভালোভাবেই জানা ছিল। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের উত্তর-পশ্চিম সোয়াত উপত্যকার কিশোরী এ নারীর অপরাধ সে পড়াশোনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু মালালার এ স্বপ্নে বাধ সাধল তালেবান জঙ্গিরা। সোয়াতের তেহরিক-ই তালেবান জঙ্গি গ্রুপ সাফ জানিয়ে দেয়— পড়তে হলে মরতে হবে। অনেক আগেই তালেবানদের খতম তালিকায় নাম ওঠে মালালার। কিন্তু মৃত্যুভয়কে তোয়াক্কা না করে শিক্ষাকেই নিজের জীবনের অন্যতম শক্তি হিসেবে দেখে মালালা। সোয়াত অঞ্চলে তালেবান শাসনের কারণে নারীদের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার পথে। এমন অবস্থায় উর্দু ভাষায় বিবিসিতে মালালার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। ঝড় ওঠে চারদিকে। গুলমাকাই ছদ্মনামে লেখা এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে সোয়াতের তালেবানদের নিয়ন্ত্রণের চিত্র পরিষ্কার হয়ে যায় পাকিস্তান প্রশাসনে। ফলে ২০০৯ সালে সোয়াত হঠাৎ করেই পাকিস্তানি সেনারা এ অঞ্চলে তালেবান জঙ্গি দমনে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

মালালার স্বপ্নপূরণের প্রাথমিক বাধায় দারুণ খুশি তখন সে। এ সাহসী উদ্যোগের কারণে ২০১১ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানি মালালাকে জাতীয় শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত করে। এদিকে তালেবানদের বিচ্ছিন্ন হুমকি মালালার জন্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

তবে এই একটি বুলেট পুরো পাকিস্তান সরকারকে টেনে আনে পেশোয়ারের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী এবং সেনাপ্রধান এখন মালালার সুচিকিৎসায় করণীয় সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত। দেশটির রাষ্ট্রীয় বিমান পাকিস্তান আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সয়ের একটি বোয়িং বিমান প্রস্তুত রাখা হয়েছে মালালার উচ্চ পর্যায়ে চিকিৎসা স্থানান্তরের প্রয়োজনে।

এদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনও মালালার সব ধরনের চিকিৎসার প্রয়োজনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রয়োজনে মালালার সব ধরনের চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে মার্কিন প্রশাসন। নারী শিক্ষার শত্রুদের হিলারি আন্তর্জাতিক শত্রু বলে দেখেন। নারী শিক্ষায় বাধার অর্থ দেশটিকে গণতন্ত্রের বদলে জঙ্গিশাসিত করা। এটা কোনভাবেই মেনে নেয়া হবে না সাফ জানিয়ে দেন হিলারি।

তবে মালালা এখন এসব কিছুর বাইরে। বিছানায় শুয়ে বেঁচে ওঠে আবারও পড়াশোনার স্বপ্ন দেখছেন। মালালা এমন একটি দেশের স্বপ্ন দেখেন যেখানে শিক্ষার জন্য কাউকে বাধা দেয়া হবে না। বরং উল্টো সহযোগিতা করা হবে। প্রণোদনা আর উৎসাহ দেয়া হবে। আইন বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করার ইচ্ছা মালালার। এরপর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কথাও ব্লগে লিখেছে মালালা। কিন্তু তালেবান জঙ্গি মুখপাত্র এহসানউল্লাহ এহসান আবারও মালালাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, মালালার ওপর হামলার দায়িত্বও স্বীকার করে নিয়েছে এ জঙ্গি নেতা। বলেছেন, বয়সে ছোট হলেও মেয়েটি সোয়াতে মুসলিমবিরোধী পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রচার করছে। ওবামা তার আদর্শ। এবারে বেঁচে গেলেও মালালাকে ছেড়ে দেয়া হবে না। খতমের তালিকায় তার নাম উঠেছে। তাই মালালার মৃত্যু হবেই।

বিবিসির সেই প্রতিবেদনে মালালা এ ধরনের আশংকার কথা লিখেছিল। পড়াশোনা চালিয়ে গেলে তালেবান জঙ্গিরা তার মুখ এসিডে ঝলসিয়ে দেবে, হয়তো তাকে অপহরণ করবে কিংবা মেরে ফেলবে। এসব ভয়কে আমলে নিয়েই মালালা তবুও পড়াশোনা করে যাচ্ছিল। কিন্তু ৯ অক্টোবর শেষরক্ষা হয়নি। মালালাকে রক্তাক্ত করেই ছেড়েছে তালেবান জঙ্গিরা। মৃত্যুরও কোল থেকে মালালা যদি সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে ফিরে আসে তবুও তার জীবনের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে।

পাকিস্তানজুড়ে মালালার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়েছে। শুধু পাকিস্তান কেন পুরো বিশ্বই এখন মালালার পাশে। একটি ছোট্ট প্রচেষ্টা কিভাবে পুরো বিশ্বে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে তা সত্যিই মালালা আরও একবার প্রমাণ করল।

অনেকটা সিনেমার গল্পের মতো মনে হলেও মালালার জীবনে আজ এ সবই কঠিন বাস্তব। তালেবানদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কিংবা স্কুল ইউনিফর্ম ছাড়া শালের মধ্যে বই-খাতা লুকিয়ে আর কতদিন মালালা লড়াই করবে। একটি অনিবার্য ,মৃত্যু কি মালালার জন্য অপেক্ষা করছে। দেশটির শীর্ষ ব্যক্তিরা কি পারবেন মালালার ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন আর স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকায় নিশ্চয়তা দিতে। শিক্ষা একটি রাষ্ট্রের মৌলিক চাহিদা। তা নিশ্চয়তার দায়িত্ব সরকারের। অথচ সরকার কি পেরেছে সবকিছু জানার পরও মালালার নিরবচ্ছিন্ন লেখাপড়ার দায়িত্ব নিতে।

মালালা স্বপ্ন দেখে শিক্ষাবান্ধব একটি সরকার ব্যবস্থার। তাতে সক্রিয় অবস্থান নিতে। হয়তো আজ আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছে মালালা। কিন্তু তাতে কি মালালার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে। মালালার কাছে বেঁচে থাকা, লড়াই করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার শিক্ষা। শিক্ষাবিমুখ নারী কখনোই তার অধিকার নিশ্চিত করতে পারে না— এ সত্যটা মালালা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছে। আর তাই প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের শিক্ষিত হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন মালালা।